সংবাদ

তারিখ ... 25 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

প্রগতিশীল ছাত্রজোটের সংবাদ সম্মেলন

চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্তে 'গিনিপিগ'-এ পরিণত শিক্ষার্থীরা

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

অভ্যন্তরীণ সমস্যা দূর না করে অধিভুক্ত কলেজগুলোকে অক্সফোর্ডের অধীনে নিলেও লাভ হবে না। যেখানে সাতটি কলেজকে অধিভুক্ত করেই বেহাল দশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, সেখানে ২৭৯টি সরকারি কলেজকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিলে এ সমস্যা কমবে না বরং বাড়বে। এ জন্য আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও সক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও তারা নিজেদের মর্জিমাফিক একেক সময়ে একেক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের 'গিনিপিগ'-এ পরিণত করেছেন।

গতকাল অধিভুক্ত সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা এসব কথা বলেন। প্রগতিশীল ছাত্রজোট এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সরকারের উচিত ছিল সাতটি কলেজকে অধিভুক্ত করার আগে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সক্ষমতার কথা চিন্তা করা। যেখানে শিক্ষক সংকট, ক্লাসরুম সংকটের কারণে বছরে ২ মাসের বেশি ক্লাস নেয়া সম্ভব হয় না সেখানে আগে সমস্যা চিহ্নিত ও তার সমাধান করে তারপর অধিভুক্ত করার দরকার ছিল। না পারলে অপারগতা প্রকাশ করা উচিত ছিল। তারা অপারগতা প্রকাশ করেনি বলে আজ দায়ভার বহন করছে অধিভুক্ত সাতটি কলেজ।

আরও বলা হয়, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ঘোষণায় এই সাতটি কলেজসহ সারাদেশের ২৭৯টি সরকারি কলেজকে বিভাগীয় প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধীনে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ নানা স্বার্থের রেষারেষিতে তা আর বাস্তবায়ন হয়নি। সরকারি কলেজগুলো একসময় চারটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হতো। সেশনজট ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এসব কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু দুই দশক পার হয়ে গেলেও এসব কলেজে শিক্ষার মানের উন্নতি হয়নি বরং বহুলাংশে কমে গেছে। এসব সমস্যা সমাধান ও কলেজগুলোর মান উন্নয়নের জন্য পুনরায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালনার কথা ভাবছে সরকার। কিন্তু এসব বিষয়ে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষাবিদ কিংবা প্রগতিশীল কোন ছাত্র সংগঠনের মতামতের তোয়াক্কা করা হয়নি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর